الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

পরম করুণাময় [আল্লাহ] আরশের উপর সমাসীন

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران: ١٠٢].

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই কাছে সাহায্য চাই এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আর আমরা আমাদের নফসের মন্দতা ও আমাদের খারাপ আমলগুলো থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দেন, তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই; আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তাকে পথ দেখানোর কেউ নেই।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই, তিনি একক এবং তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করো এবং আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে কোনো অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করো না।" (সূরা আল-ইমরান: ১০২)

অতঃপর, হে মুসলিম সমাজ:

নিশ্চয়ই যে বিষয়গুলো মানুষের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং অন্তরের বিশ্বাসকে মজবুত করে, তার মধ্যে অন্যতম হলো, আল্লাহর সৃষ্টিজগতের (মহাবিশ্ব ও প্রকৃতির) গভীর ভাবনায় মগ্ন হওয়া এবং তাঁর শরীয়তের নিদর্শনসমূহ নিয়ে চিন্তাভাবনা করা।

কারণ, সৃষ্টির এই বিশালতা ও তার অনিন্দ্য সুন্দর রূপ সরাসরি সৃষ্টিকর্তার মহানত্ব এবং তাঁর নিখুঁত ও অপূর্ব নির্মাণশৈলীর প্রমাণ দেয়।

যেমনটি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা ইরশাদ করেছেন:

{ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ} [آل عمران: ١٩٠].

"নিশ্চয়ই আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমানদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।" (সূরা আল-ইমরান: ১৯০)

আল্লাহর এক মহান সৃষ্টি: 'আল-কুরসি'

আর আল্লাহর অন্যতম এক মহান সৃষ্টি হলো মহান রাব্বুল আলামীনের 'কুরসি' (আসন)। যার বর্ণনা দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা ইরশাদ করেছেন:

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} [البقرة: ٢٥٥].

"তাঁর কুরসি সমগ্র আসমান ও জমিন পরিব্যাপ্ত করে আছে।" (সূরা আল-বাকারাহ: ২৫৫)
আর 'কুরসি' হলো মহান আল্লাহর দুই কদম মোবারক রাখার স্থান। এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলেছেন:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (الْكُرْسِيُّ مَوْضِعُ قَدَمَيْهِ، وَالْعَرْشُ لَا يُقْدَرُ قَدْرُهُ) [رَوَاهُ الْحَاكِمُ]

"কুরসি হলো আল্লাহর দুই কদম রাখার জায়গা, আর আরশের বিশালতা ও মর্যাদা তো কেউ পরিমাপই করতে পারে না।" (হাদিসটি ইমাম হাকেম: ৩১১৬ বর্ণনা করেছেন এবং একে সহীহ বলেছেন, আর ইমাম যাহাবীও তাঁর সাথে একমত পোষণ করেছেন)।
এই কুরসির নামানুসারেই মহান আল্লাহর কিতাবের (কুরআনের) সবচেয়ে মহিমান্বিত ও শ্রেষ্ঠ আয়াতের নামকরণ করা হয়েছে [আয়াতুল কুরসি]।

আয়াতুল কুরসী মহিমান্বিত আয়াত:

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟ قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ: «وَاللَّهِ! لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ» [رَوَاهُ مُسْلِمٌ].

হযরত উবাই ইবনে কাব (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:
'হে আবুল মুনযির! তুমি কি জানো, আল্লাহর কিতাবের কোন আয়াতটি তোমার কাছে সবচেয়ে মহান?'
উবাই (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলেন, আমি বললাম: **'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সবচেয়ে ভালো জানেন।'**
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবারও জিজ্ঞেস করলেন: **'হে আবুল মুনযির! তুমি কি জানো, আল্লাহর কিতাবের কোন আয়াতটি তোমার কাছে সবচেয়ে মহান?'**
তখন আমি (উবাই) পড়লাম: اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. (অর্থাৎ আয়াতুল কুরসি)।
উবাই (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার বুকে আলতো চাপ দিলেন এবং বললেন: "আল্লাহর কসম! হে আবুল মুনযির, তোমার এই জ্ঞান তোমার জন্য আনন্দদায়ক ও কল্যাণকর হোক।" (সহীহ মুসলিম: ৮১০)।

আল্লাহর আরশের বিশালতা:

আল্লাহর বান্দাগণ! মহান প্রতিপালকের 'কুরসি' যদি এত বিশাল ও মহান হয়ে থাকে, যা সাত আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টন করে আছে, তাহলে জেনে রাখুন, পরম করুণাময়ের 'আরশ' তার

চেয়েও কত বড় এবং কত বেশি মর্যাদাপূর্ণ! যে আরশের ওপর আমাদের প্রতিপালক সমাসীন হয়েছেন এমনভাবে, যা তাঁর মহিমা ও মহানত্বের জন্য উপযুক্ত।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা ইরশাদ করেছেন:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [طه: ٥]،

"পরম করুণাময় [আল্লাহ] আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন।" (সূরা ত্বা-হা: ৫)

তিনি আরও ইরশাদ করেন:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ [هود: ٧]،

'আর তিনিই আসমান ও জমিন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, এবং তখন তাঁর আরশ ছিল পানির ওপর।' (সূরা হূদ: ৭)

মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে (কুরআনে) বহু স্থানে আরশের কথা উল্লেখ করেছেন।

কখনো একে 'আজিম' বা মহান বলে গুণান্বিত করেছেন, যেমন তিনি বলেছেন:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ [التوبة: ١٢٩]

"আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই। আমি তাঁরই ওপর ভরসা করেছি এবং তিনি মহা আরশের প্রতিপালক।" (সূরা আত-তাওবাহ: ১২৯)

আবার কখনো একে 'করিম' বা সম্মানিত ও মহিমান্বিত বলে গুণান্বিত করেছেন, যা সর্বোচ্চ ও সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ গুণাবলিকে ধারণ করে। যেমন তিনি ইরশাদ করেছেন:

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ [المؤمنون: ١١٦].

'অতএব আল্লাহ সুউচ্চ, যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই; তিনি সম্মানিত আরশের প্রতিপালক।' (সূরা আল-মুমিনুন: ১১৬)

আরশ ও কুরসির বিশালতা: এবং কুরসির তুলনায় আরশের বড়ত্ব:

হযরত আবু যার রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ مَعَ الْكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ، وَفَضْلُ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الْفَلَاةِ عَلَى الْحَلْقَةِ

"হে আবু যার! 'কুরসি'র তুলনায় সাত আসমানের বিশালতা বিশাল এক মরুভূমিতে ফেলে দেওয়া একটি আংটির (বা ছোট বলয়ের) মতো ছাড়া আর কিছুই নয়। আর কুরসির ওপর 'আরশ' এর শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশালতা ঠিক তেমনি, যেমন আংটিটির তুলনায় সেই বিশাল মরুভূমি।" (ইবনে হিব্বান: ৩৬১, ইবনে মাজাহ: ৪২১৮, তাবরানী: ১৬৫১)

সৃষ্টির ছাদ হলো আরশ

আর আল্লাহর আরশ হলো সমস্ত সৃষ্টির ছাদ (সর্বোচ্চ চূড়া); যেমনটি হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ].

‘তোমরা যখন আল্লাহর কাছে জান্নাত চাইবে, তখন তাঁর কাছে 'জান্নাতুল ফিরদাউস' চাইবে। কারণ এটি হলো জান্নাতের সবচেয়ে মধ্যবর্তী এবং সবচেয়ে উচ্চতর অংশ। আর এর ঠিক ওপরেই রয়েছে পরম করুণাময় আল্লাহর আরশ, এবং সেখান থেকেই জান্নাতের নদীসমূহ প্রবাহিত হয়।’ (সহীহ বুখারী: ৭৪২৩)

সবচেয়ে ভারী সৃষ্টি: 'আল-আরশ'

তাছাড়া আরশ হলো আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে ওজনে সবচেয়ে ভারী সৃষ্টি। যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়াটি শিক্ষা দিয়েছেন):

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جُوَيْرِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ: «فَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ زِنَةَ الْعَرْشِ أَثْقَلُ الْأَوْزَانِ

"আমি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁর সৃষ্টির সংখ্যার সমান, তাঁর নিজের সন্তুষ্টির সমান, তাঁর আরশের ওজনের সমান এবং তাঁর বাণীসমূহ লেখার কালির পরিমাণের সমান।" এই হাদীসের ব্যাখ্যায় শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: "এই হাদীসটি স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, আরশের ওজন হলো সমস্ত ওজনের মধ্যে সবচেয়ে ভারী।"

আরশের স্তম্ভসমূহ ও হযরত মূসা (আ.):

আল্লাহর বান্দাগণ! নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা আরশের জন্য কিছু স্তম্ভ বা পায়া তৈরি করেছেন, যার ওপর এটি প্রতিষ্ঠিত। হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ العَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ، أَمْ حُوسِبَ بِصَعْقَةِ الأُولَى

তোমরা নবীদের মধ্যে একে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্বের তারতম্য করো না (কাউকে ছোট করো না)। কারণ কেয়ামতের দিন যখন মানুষ জ্ঞান হারিয়ে (বেহুঁশ হয়ে) পড়ে যাবে, তখন আমিই প্রথম ব্যক্তি হব যার ওপর থেকে জমিন প্রথম বিদীর্ণ হবে (অর্থাৎ আমি প্রথম সজ্ঞানে উঠব)। তখন আমি

দেখতে পাব যে, মূসা (আলাইহিস সালাম) আরশের স্তম্ভগুলোর মধ্য থেকে একটি স্তম্ভ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি জানি না, তিনি কি জ্ঞান হারানোদের মধ্যে ছিলেন (এবং আমার আগে সুস্থ হয়েছেন), নাকি তূরের পাহাড়ের সেই প্রথম জ্ঞান হারানোর বিনিময়ে তাঁকে আর এখানে জ্ঞান হারাতে হয়নি। (বুখারী: ২৪১২, মুসলিম: ২৩৭৪)।

আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ:

আর মহান আল্লাহ তাঁর আরশ বহন করার জন্য কিছু সম্মানিত ফেরেশতাকে নিয়োজিত করেছেন। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

وَيَحۡمِلُ عَرۡشَ رَبِّكَ فَوۡقَهُمۡ يَوۡمَئِذٖ ثَمَانِيَةٞ [الحاقة: ١٧]

"আর সেদিন আপনার প্রতিপালকের আরশকে আটজন ফেরেশতা তাদের ওপর বহন করবে। (সূরা আল-হাক্কাহ: ১৭)

ফেরেশতাদের আকৃতি কেমন হবে?

এঁরা এমন বিশাল আকৃতির ফেরেশতা, যাদের সৃষ্টির বিশালতা ও মহানত্ব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা ছাড়া আর কেউ জানে না। মহান আল্লাহ বলেন:

ٱلَّذِينَ يَحۡمِلُونَ ٱلۡعَرۡشَ وَمَنۡ حَوۡلَهُۥ يُسَبِّحُونَ بِحَمۡدِ رَبِّهِمۡ وَيُؤۡمِنُونَ بِهِۦ وَيَسۡتَغۡفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ [غافر: ٧]

যারা আরশ বহন করে এবং যারা এর চারপাশে রয়েছে, তারা তাদের প্রতিপালকের প্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করে, তাঁর প্রতি ঈমান রাখে এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে" (সূরা গাফির: ৭)

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

وفِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ، إِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةُ سَبْعِ مِائَةِ عَامٍ

আমাকে আল্লাহর আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের মধ্য থেকে একজন ফেরেশতা সম্পর্কে কথা বলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে (তাঁর আকৃতি বর্ণনা করার জন্য)। নিশ্চয়ই তাঁর কানের লতি থেকে কাঁধ পর্যন্ত দূরত্ব হলো সাতশত বছরের পথ। (আবু দাউদ: ৪৭২৭ আলবানী একে সহীহ বলেছেন)।

আরশের ওপর আল্লাহর পরম অঙ্গীকার:

হে মুসলিম সমাজ! মহান আল্লাহ তাঁর আরশকে বহুবিধ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন এবং অনন্য সব মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। তার মধ্যে একটি হলো: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা (সৃষ্টির পূর্বে) যে অঙ্গীকার বা নীতিলিপি লিপিবদ্ধ করেছেন, তা অধিক গুরুত্ব ও নিশ্চয়তার স্বার্থে আরশের ওপর স্থান দিয়েছেন। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الخَلْقَ: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي، فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ» [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ].

"নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টির পূর্বেই একটি কিতাব (লিপি) লিখেছেন যে, 'নিশ্চয়ই আমার দয়া আমার ক্রোধের ওপর প্রধান্য লাভ করেছে।' আর তা তাঁর কাছে আরশের ওপর সংরক্ষিত রয়েছে। (বুখারী: ৭৫৫৪, মুসলিম: ২৭৫১)

শহীদদের আত্মার আশ্রয়স্থল:

আরশের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা শহীদদের আত্মাসমূহের বিচরণক্ষেত্র এবং আশ্রয়স্থল হিসেবে আরশের সাথে ঝুলন্ত প্রদীপমালাকে নির্ধারণ করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সূত্রে বর্ণিত, তিনি শহীদদের (মর্যাদা) সম্পর্কে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّهَدَاءِ: «أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ

শহীদদের আত্মাসমূহ সবুজ পাখির উদরে অবস্থান করে। তাদের জন্য আল্লাহর আরশের নিচে কিছু প্রদীপ ঝুলানো রয়েছে। তারা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছে বিচরণ করে বেড়ায়, অতঃপর আবার সেই প্রদীপসমূহে এসে আশ্রয় নেয়। (মুসলিম: ১৮৮৭, তিরমিযী: ৩০১১, ইবনে মাজাহ: ২৮০১)।

فَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، الْمَلِكِ الْمُتَعَالِي، ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ. بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إِلَيْهِ؛ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

অতএব, মহান ও সুউচ্চ বাদশাহ, মহিমাময় ও দয়াময়, গৌরব ও মহত্ত্বের অধিকারী আল্লাহর পবিত্রতা ও সপ্রশংস ঘোষণা করছি।

মহান আল্লাহ আমার ও আপনাদের জন্য মহিমান্বিত কুরআনে বরকত দান করুন এবং এতে যে সমস্ত আয়াত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ রয়েছে, তা দ্বারা আমাকে ও আপনাদের উপকৃত করুন। আমি আমার এই কথা বলছি এবং আমার ও আপনাদের সমস্ত গুনাহের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁরই নিকট তওবা করছি। আপনারা তাঁর কাছে ক্ষমা চান এবং তাঁর দিকেই ফিরে আসুন; নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।

দ্বিতীয় খুতবা:

الخطبة الثانية

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ﷺ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

أَمَّا بَعْدُ: فَأُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّ مَنِ اتَّقَى اللَّهُ وَقَاهُ، وَعَصَمَهُ وَآوَاهُ؛ قَالَ تَعَالَى:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ [الأنفال:٢٩].

সমস্ত প্রশংসা মহাবিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই, তিনি একক এবং তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা তাঁর ওপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সমস্ত সাহাবীবর্গের ওপর দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

অতঃপর: আমি আপনাদেরকে এবং নিজেকে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লাকে ভয় করার (তাকওয়া অবলম্বনের) অসিয়ত করছি। কেননা, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তাকে রক্ষা করেন, তাকে পাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখেন এবং তাকে আশ্রয় দেন। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা ইরশাদ করেছেন: "হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তবে তিনি তোমাদের জন্য (সত্য-মিথ্যার মধ্যে) পার্থক্য করার মানদণ্ড তৈরি করে দেবেন, তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহের অধিকারী।" (সূরা আল-আনফাল: ২৯)

আল্লাহর আরশের ওপর ইস্তীওয়া (উচ্চ হওয়া)-র বিশ্বাস

হে মুসলিম সমাজ! নিশ্চয়ই মহান প্রতিপালক তাঁর কিতাবে স্পষ্ট করে যা বর্ণনা করেছেন, যা অসংখ্য ও অবিচ্ছিন্ন (মুতাওয়াতির) হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এবং যার ওপর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সমস্ত ইমামগণ ঐক্যমত (ইজমা) পোষণ করেছেন, তা হলো, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা আরশের ওপর 'ইস্তীওয়া' করেছেন। অর্থাৎ, তিনি আরশের ওপর সমাসীন হয়েছেন, সুউচ্চ ও সমুন্নত হয়েছেন এমনভাবে, যা তাঁর মহিমা ও মহানত্বের জন্য উপযুক্ত।

তাঁর এই সমাসীন হওয়া কোনো সৃষ্টির সমাসীন হওয়ার মতো নয়। যেমনটি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা নিজেই ইরশাদ করেছেন:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [الشورى: ١١]

কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ (বা সমকক্ষ) নয়; আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরা -শূরা: ১১)

আল্লাহর আরশের ওপর সুউচ্চ হওয়া বিষয়ে চার ইমাম ও সালাফদের আকীদা:

✦ আল্লাহর অবস্থান ও ইমাম আওযায়ীর বক্তব্য:

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা তাঁর আরশের ওপর সুউচ্চ। আর তাঁর আরশ রয়েছে আসমানে, সমস্ত সৃষ্টির ঊর্ধ্বে। ইমাম আওযায়ী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন:

كُنَّا -وَالتَّابِعُونَ مُتَوَافِرُونَ- نَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فَوْقَ عَرْشِهِ، وَنُؤْمِنُ بِمَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنْ صِفَاتِهِ

"আমরা এবং বহুসংখ্যক তাবেঈগণ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় বলতাম, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তাঁর আরশের ওপর আছেন। আর সুন্নাহ বা হাদীসে আল্লাহর যেসব গুণাবলীর কথা এসেছে, আমরা তার ওপর ঈমান রাখি।"

✦ সালাফদের বিশ্বাস ও চার ইমামের ঐক্যমত:

এটিই উম্মতের সালাফ (পূর্বসূরি) ও শ্রেষ্ঠ মনীষীদের আকিদা-বিশ্বাস। চার ইমামও এই বিশ্বাসের ওপরই চলেছেন।

➤ ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর বক্তব্য:

قَالَ الإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: نُقِرُّ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَاجَةٌ

"আমরা স্বীকার করি যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা আরশের ওপর সমাসীন হয়েছেন, তবে আরশের প্রতি তাঁর কোনো প্রয়োজন ছিল না (অর্থাৎ তিনি আরশের মুখাপেক্ষী নন)।"

➤ ইমাম মালিক (রহ.)-এর বক্তব্য:

وَقِيلَ لِلْإِمَامِ مَالِكٍ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: كَيْفَ اسْتَوَى؟ فَقَالَ: اسْتِوَاؤُهُ مَعْقُولٌ، وَكَيْفِيَّتُهُ مَجْهُولَةٌ، وَسُؤَالُكَ عَنْ هَذَا بِدْعَةٌ

ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "আল্লাহ কীভাবে আরশের ওপর সমাসীন হলেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন: আল্লাহর সমাসীন হওয়ার বিষয়টি (ভাষাগতভাবে)

জানা ও বোধগম্য, কিন্তু এর প্রকৃত ধরণ বা পদ্ধতি মানুষের অজানা (আমাদের বুদ্ধির অতীত)। আর এই ধরণ সম্পর্কে (তর্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে) প্রশ্ন করা বিদআত।"

➤ ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর বক্তব্য:

وَقَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: الْقَوْلُ فِي السُّنَّةِ الَّتِي أَنَا عَلَيْهَا، وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا الَّذِينَ رَأَيْتُهُمْ مِثْلَ سُفْيَانَ وَمَالِكٍ وَغَيْرِهِمَا: الْإِقْرَارُ بِشَهَادَةِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى عَرْشِهِ فِي سَمَائِهِ

"আমি যে সুন্নাহ বা আদর্শের ওপর আছি এবং সুফিয়ান ছাওরী ও ইমাম মালিকের মতো যাদেরকে আমি দেখেছি, তারা যে আদর্শের ওপর ছিলেন, তা হলো এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল; আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর আসমানে, তাঁর আরশের ওপর আছেন।

➤ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর বক্তব্য:

وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ ٱللَّهُ وَقَدْ عَرَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ فَوْقَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ: الْكُرْسِيَّ وَالْعَرْشَ وَاللَّوْحَ الْمَحْفُوظَ

জ্ঞানী সমাজ ভালো করেই জানেন যে, সাত আসমানের ওপর রয়েছে, কুরসি, আরশ এবং লাওহে মাহফুজ।"

➤ সফলতার পথ:

প্রকৃত সৌভাগ্যবান তো সেই ব্যক্তি, যিনি কিতাব (কুরআন) ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছেন; এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা নিজের যে গুণাবলি বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্পর্কে যা সংবাদ দিয়েছেন, তার ওপর (দৃঢ়) ঈমান এনেছেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) যে পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তা কোনো প্রকার বিকৃতি (তাহরীফ), অস্বীকার (তা'তীল), ধরণ-গঠন নিরূপণ (তাকয়ীফ) এবং সাদৃশ্য প্রদান (তামসীল) ব্যতিরেকেই মজবুতভাবে ধারণ করেছেন।

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ؛ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، رَبَّنَا ارْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ، وَالضَّرَّاءَ وَالْبَأْسَاءَ، وَأَدِمْ عَلَيْنَا النِّعَمَ، وَادْفَعْ عَنَّا النِّقَمَ، وَزَكِّ نُفُوسَنَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اللَّهُمَّ احْفَظِ الْكُوَيْتَ وَأَهْلَهَا مِنْ كُلِّ شَرٍّ وَمَكْرُوهٍ،

وَاجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا مُطْمَئِنًّا وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ احْفَظْ إِخْوَتَنَا مِنَ الْمُرَابِطِينَ وَقُوَى الْأَمْنِ وَالدِّفَاعِ وَالْحَرَسِ الْوَطَنِيِّ وَجَمِيعَ الْقَائِمِينَ عَلَى أَمْنِ الْبِلَادِ، وَثَبِّتِ الْأَرْضَ تَحْتَ أَقْدَامِهِمْ، اللَّهُمَّ وَفِّقْ أَمِيرَنَا وَوَلِيَّ عَهْدِهِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، وَخُذْ بِنَوَاصِيهِمَا لِلْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

হে আল্লাহ! আপনি সমস্ত মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীকে ক্ষমা করে দিন, তাদের মধ্যে যারা জীবিত আছেন এবং যারা মৃত্যুবরণ করেছেন। হে আমাদের রব! আমাদের ওপর থেকে বালা-মুসিবত, মহামারি, দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্র্য দূর করে দিন। আমাদের ওপর আপনার নেয়ামতসমূহ সর্বদা বজায় রাখুন এবং সমস্ত আজাব-গজব ও অমঙ্গল আমাদের থেকে দূরে রাখুন। আমাদের নফ্স (আত্মা)-কে পবিত্র করে দিন, আপনিই তো আত্মা পবিত্রকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম।

➤ হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন। হে আল্লাহ! আপনি কুয়েত ও তার অধিবাসীদের যাবতীয় অনিষ্ট ও অপ্রীতিকর বিষয় থেকে হেফাজত করুন। এই দেশকে এবং মুসলিমদের অন্যান্য সমস্ত দেশকে নিরাপদ ও শান্তিময় বানিয়ে দিন।

➤ হে আল্লাহ! আমাদের সীমান্ত পাহারা দেওয়া (মুরবিত) ভাইদের, নিরাপত্তা বাহিনী, প্রতিরক্ষা বাহিনী, ন্যাশনাল গার্ড এবং দেশের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত সকলকে আপনি হেফাজত করুন এবং তাদের পা-সমূহকে (দৃঢ়তার সাথে) অবিচল রাখুন।

➤ হে আল্লাহ! আমাদের আমির এবং তাঁর যুবরাজকে (Crown Prince) এমন সব কাজের তাওফিক দিন যা আপনি পছন্দ করেন এবং যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন; আর তাঁদেরকে কল্যাণ ও তাকওয়ার পথে পরিচালিত করুন। আমাদের সর্বশেষ আহ্বান হলো, সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লার জন্য, যিনি সৃষ্টিজগতের পালনকর্তা।

জুমার সালাতের আদর্শ (নমুনা) খুতবা প্রস্তুতকারী কমিটি